ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পলিসি ব্রিফ

জলবায়ু অর্থায়নে সততা ও স্বচ্ছতা আনয়নে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সুপারিশ

গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ২০১২ এর সূচকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও হন্ডুরাসকে আগামী বিশ বছরে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চললেও সম্ভাব্য ও অঙ্গীকারকৃত সকল উৎস হতে অর্থ সরবরাহ প্রয়োজন অনুপাতে খুব সামান্য। বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎসসমূহ থেকে অভিযোজন তহবিলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি অনিশ্চিত। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত জাতীয় জলবায়ু তহবিল বিসিসিটিএফ এ প্রায় ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছে, অন্যদিকে দুষণকারী দেশগুলো বিসিসিআরএফ এর তহবিলে এ পর্যন্ত মাত্র ১৭০ মিলিয়ন ডলার অর্থের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে, যার মধ্যে মাত্র ১৫২ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে। উল্লেখ্য, জলবায়ু তহবিলের অর্থ উন্নয়ন সহায়তার বাইরে 'নতুন ও অতিরিক্ত' হিসেবে প্রদানের কথা থাকলেও ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী দেশসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই সে নীতি মেনে চলছেনা। ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ অভিযোগ করছে, আন্তর্জাতিকভাবে 'ফার্স্ট স্টার্ট তহবিল' এর প্রতিশ্রুত ৩০ বিলিয়ন ডলারের মাত্র এক-দশমাংশ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০১৩-২০২০ এ সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের বিষয়টি পুরোপুরি অনিশ্চিত। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ু অর্থায়নে (আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিতে টিআইবি কর্তৃক নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করা হলো।

ক) আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ন্যায্যতা

- উন্নয়ন সহায়তার বাইরে 'নতুন' ও 'অতিরিক্ত' হিসেবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে দ্রুত জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে; সবুজ জলবায়ু তহবিলের কার্যক্রমে অভিযোজন তহবিলের পরিচালনা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা প্রয়োজন;
- সকল আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল বিশেষকরে 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' হতে প্রাপ্ত তহবিলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের গণতান্ত্রিক মালিকানা নিশ্চিত করা এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং কৌশলের আলোকে স্বাধীনভাবে তা ব্যবহারে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে;
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় যেন অযাচিত হস্তক্ষেপ না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে;
- REDD+ অর্থায়নে বাস্তবায়িত কর্মসূচি/প্রকল্পে স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ আদিবাসীদের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে; এবং
- জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং উন্নত দেশসমূহের সরকার এবং সুশীল সমাজের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক 'ওয়াচডগ বডি' তৈরি করতে হবে।

'সবুজ জলবায়ু তহবিল' ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশসমূহে অভিযোজন ও সবুজ-বান্ধব অর্থনীতি নিশ্চিতের লক্ষ্যে ২০১১ সনে কানকুন চুক্তির আওতায় 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' সৃষ্টি হয়। ২০১৩ সাল ধরে সবুজ জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনা চলমান থাকার কথা থাকলেও কোনো তহবিল এখনো বরাদ্দ হয় নি, অর্থ প্রদানে আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়টি এখনো অনিশ্চিত। নব-নির্বাচিত বোর্ডের প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রগতি ছিল খুবই কম। উদ্বেগের কথা হলো, সবুজ জলবায়ু তহবিলের প্রথম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হয় সভার আলোচ্যসূচি এবং সিদ্ধান্তগুলো ইন্টারনেটে প্রকাশ করা বা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবেনা, যা স্বচ্ছতার পরিপন্থী। বোর্ড এবং এর বিকল্প সদস্যদের নৈতিকতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি ও মাপকাঠি মেনে চলার ব্যাপারে সদ্য সমাপ্ত বোর্ডের দ্বিতীয় সভায় এ ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করা হয়নি। বোর্ড সভায়অ উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ থেকে যথাক্রমে দু'জন সুশীল সমাজ ও দু'জন বেসরকারি খাতের প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ অনুমোদন করে; তবে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষকরা প্রশ্ন করা, কার্যসূচি প্রস্তাব করা অথবা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন। তাছাড়া সচিবালয় এবং ট্রাস্টি সদস্যরা বোর্ড সভায় কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি এবং অতিরিক্ত পর্যবেক্ষক যেমন ওএঙ ও টঘ এর প্রতিনিধিদের সক্রিয় পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয়নি। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যাশা করি, সবুজ জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কপ১৮ সম্মেলনে নিম্নের সুপারিশমালা বাস্তবায়নে জোর দাবি জানাবে-

- সবুজ জলবায়ু তহবিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে;
- এ তহবিল ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব রোধ করতে এ সংক্রান্ত নীতিমালার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের আনুগত্য নিশ্চিত করতে হবে;

- এ তহবিল পরিচালনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, সামাজিক, পরিবেশগত এবং স্বচ্ছতা সংক্রান্ত মানদন্ড বিবেচনা করতে হবে;
- সবুজ জলবায়ু তহবিল পরিচালানা সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনায় আর্থিক নীতিমালা ও এর মান এবং কানকুন চুক্তির অনুচ্ছেদ ১৪এফ অনুসারে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের জন্য অর্থায়ন সংক্রান্ত কৌশল নির্ধারন করতে হবে;
- তহবিলের বোর্ড কার্যক্রমে পর্যবেক্ষক নির্বাচন এবং আবেদন বাতিলের সিদ্ধান্তটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং নির্বাচিত প্রত্যক্ষ নির্বাচকদের স্বাধীনভাবে মতামত গ্রহণের সুযোগ এবং মতামত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (**এ সংক্রান্ত বিস্তারিত সুপারিশ পাদটীকায় দেখুন**)

খ) জাতীয় জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা

অর্থায়নের একটি সম্পুর্ণ নতুন ক্ষেত্র হিসেবে জলবায়ু অর্থায়নের ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসনের ঝুঁকি নিরূপণে সুনির্দিষ্ট ধারণা অনুপস্থিত। জলবায়ু অর্থায়নের প্রচুর অঙ্গীকার থাকলেও বাস্তবে তা পর্যাপ্ত না হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার এর নিজস্ব রাজস্ব তহবিল থেকে বিসিসিটিএফ এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় করছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা ও তহবিল ব্যবহারে (প্রকল্প প্রনয়ন, বাছাই ও বাস্তবায়ন) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিতে টিআইবি কর্তৃক ইতিমধ্যে উত্থাপিত নিম্নোক্ত সুপারিশমালার প্রতি গুরুত্বারোপ করছি।

আইনি কাঠামো ও নীতিগত সংস্কার

- বিদ্যমান জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করে জলবায়ু তহবিল গ্রহণ, ছাড় ও ব্যবস্থাপনায় সরকার, জনপ্রতিনিধি, ব্যক্তি খাত, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে 'সমন্বিত জাতীয় প্লাটফর্ম' তৈরি করতে হবে যার আওতায় থাকবে-
  - জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতি প্রণয়ন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের এখতিয়ার;
  - সব ধরনের জলবায়ু তহবিল গ্রহণ (জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে), ছাড় এবং ব্যবস্থাপনা;
  - স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ ও বাতিলের ক্ষমতা;
  - তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে সহজে সব ধরনের অভিযোগ গ্রহণ (যেমন, হটলাইন স্থাপন) এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা;
  - জলবায়ু তহবিল ব্যবহারকারী সকল প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আচরণবিধি' প্রণয়ন এবং জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারকে তা মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে।

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা

- তথ্যর উন্মুক্তকরণ নীতিমালার আলোকে জলবায়ু তহবিল ছাড়, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যক্রম; ব্যয়িত অর্থের নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্যের স্বয়ংক্রিয় ও চাহিদা-ভিত্তিক তথ্য প্রকাশ এবং তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;
- জলবায়ু অর্থায়নে দুর্নীতি প্রতিরোধে কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রকল্প সম্বন্ধে অবহিত করা এবং প্রকল্প কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
- বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ এবং পিকেএসএফের মাধ্যমে প্রকল্প বাছাই এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বর্হিভূত বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করতে হবে;
- প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশ, বন এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাবসহ সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এবং ক্ষয়-ক্ষতি পুনঃমূল্যায়ন করে বিসিসিএসএপি'র কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
- জলবায়ু তহবিলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প তত্ত্বধানে গঠিত জেলা কমিটি কার্যকর করা এবং এতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

- যথাশীঘ্র সিসিইউতে প্রয়োজনীয় জনবল (স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক) নিয়োগ, তহবিল বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করতে হবে;
- বিসিসিআরএফ সচিবালয় এবং সিসিইউ এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, কার্যকর জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়নসহ সকল ক্ষেত্রে সততা প্রতিষ্ঠায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের বিকল্প নেই।

Endnote

Endnote

Transparency and Openness of information

- Regarding S.5.4 and 5.13, all documentation from Board meetings is made publicly available on the Green Climate Fund website in a timely manner. This should include optimum transparency of Board decisions taken at meetings (S.6.1) and outside meetings (S 6.2)
- In instances when the Board and/or its co-chairs decide not to disclose documentation, reasons for non-disclosure should be clearly stated and publicly available
- In instances when the Board and/or its co-chairs decide not to disclose documentation, reasons for non-disclosure should be clearly stated and publicly available
- The active observers should be allowed for written submission as the meeting agenda before the board meeting and also allowed for the disclosure of meeting discussions and results in their own circumstances.

Confidentiality and conflicts of interest

- The selection process of the direct observers should be transparent, accountable and independent. S.7 of the Additional Rules and Procedures states that the Board and their alternate members are required to adhere to the fund's policies and standards on ethics and conflicts of interest. We urge the Board to adopt high standards of ethical conduct and conflict of interest policies in conjunction with clear compliance procedures.
- For the purposes of transparency and accountability, we encourage that declarations of financial interests and disclosure of conflicts of interest be made public.

Implementation of the work plan

- Adopt and apply policies and standards on ethics and conflicts of interest
- Develop and adopt best practice environmental and social safeguards, which will be applied to all programmes and projects financed with Fund resources (S.17 para 42)
- Establish modalities to support the strengthening of capacities in recipient countries, where needed, to meet the Fund's environmental and social safeguards; (S.17 para 43) along with fund's fiduciary principles and standards (S.18 para 45). The financial mechanisms should be determined for the climate migrants as per para 14 of Cancun agreement.

Observer participation

- The Board may exclude any organisation which is not deemed relevant or appropriate to its proceedings. In such cases, we recommend that the reasons for exclusion be made transparent, at least to the excluded organisation, and that that organisation have the opportunity to appeal (S.4.1, para 14.a.)
- Active observers be allowed to make written submissions to the Board, in particular prior to meetings as a part of meeting documentation. Active observers should have enough resources to be able to accomplish their roles and responsibilities with efficiency and effectiveness.

CFGN Climate Finance Governance Network, Bangladesh
Promoting Transparency & Accountability in Climate Finance

জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প, টিআইবি
বাড়ি # ০৭, সড়ক # ০৫, ব্লক # এফ, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন/ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯২৮১৭
ইমেইল: cfgp@ti-bangladesh.org